প্রথম আলো

তারিখ 02 APR 2014
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 2

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের হাতে লাঞ্ছিত প্রাধ্যক্ষের পদত্যাগ

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের চাহিদামতো ফাউ খাবার না দেওয়ায় কবি নজরুল ইসলাম হলের প্রাধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করে হল থেকে বের করে দেয় ছাত্রলীগ। গত সোমবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে ওই হলের প্রাধ্যক্ষ ও চার সহকারী প্রাধ্যক্ষ গতকাল মঙ্গলবার উপাচার্যের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।

পদত্যাগকারী প্রাধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন আবার শেরেবাংলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নীল দলের (আওয়ামী লীগ সমর্থিত) সাধারণ সম্পাদক। পদত্যাগকারী সহকারী প্রাধ্যক্ষরা হলেন মির্জা হাছানুজ্জামান, খন্দকার জুলফিকার হোসেন, শাহ জহির রায়হান ও সাদিক রহমান। ছাত্রলীগের এই আচরণে ক্ষুব্ধ আওয়ামীপন্থী শিক্ষকেরা।

কবি নজরুল হল সূত্র জানায়, প্রতিবছর বিজয় দিবস এবং স্বাধীনতা দিবসে হলগুলোতে আবাসিক শিক্ষার্থীদের উন্নত খাবার (ফিস্ট) দেওয়া হয়। স্বাধীনতা দিবসের দিন 'লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা' কর্মসূচির কারণে গত সোমবার ফিস্টের সময়সূচি ধার্য করা হয়। ওই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ দাস কবি নজরুল হলের প্রাধ্যক্ষের কক্ষে গিয়ে তাঁর কাছে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের জন্য অতিরিক্ত ৬০ জনের খাবার সরবরাহের দাবি জানান। দেবাশীষ দাস নজরুল হলের আবাসিক ছাত্র। প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষকে উপাচার্যের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। এই সময় দেবাশীষ প্রাধ্যক্ষের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান। একপর্যায়ে দেবাশীষ বলেন, 'হলে খাবার পরিবেশন বন্ধ থাকবে, আপনি (প্রাধ্যক্ষ) এখনই হল থেকে চলে যাবেন, আপনার হলে প্রভোস্ট থাকার দরকার নাই।' তাঁরা প্রাধ্যক্ষের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেন।

এ ঘটনার কিছুক্ষণ পর উপাচার্য এলে ছাত্রদের মধ্যে খাবার পরিবেশন শুরু হয়। উপাচার্য চলে যাওয়ার পরপরই দেবাশীষ আবার হলে এসে দুই সহকারী প্রাধ্যক্ষ খন্দকার জুলফিকার হোসেন ও সাদিক রহমানকে বাধা করেন খাবার পরিবেশন বন্ধ করে দিতে। দেবাশীষের অনুসারী ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এ সময় হল প্রাধ্যক্ষকে তাঁর কক্ষে প্রায় আধ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন। একপর্যায় দেবাশীষ কক্ষে ঢুকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রাধ্যক্ষকে হল থেকে চলে যেতে বলেন। ছাত্রলীগের হুমকি-ধমকিতে তাৎক্ষণিকভাবে হল থেকে হেঁটে হেঁটে বের হয়ে যান প্রাধ্যক্ষ। এ ঘটনার প্রতিবাদ এবং বিচার দাবি করে প্রাধ্যক্ষ ও চারজন সহকারী প্রাধ্যক্ষ গতকাল মঙ্গলবার পদত্যাগ করেন।

প্রাধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অতিরিক্ত খাবার সরবরাহ না করায় আমাকে ছাত্রলীগ নেতা দেবাশীষ পাঁচ মিনিটের মধ্যে হল থেকে বের হয়ে যেতে বলে। আমি অপমানিত হয়ে হল থেকে বের হয়ে আসি। এ ঘটনার প্রতিবাদে আমি এবং আমার চার সহকারী পদত্যাগ করেছি।' এ বিষয়ে কথা বলার জন্য সোমবার রাত থেকে দেবাশীষের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে পাওয়া যায়নি। রাতে তাঁর মুঠোফোনটি খোলা থাকলেও তিনি ফোন ধরেননি।